# হলুদ মাজরা পোকা

বাংলাদেশে তিন ধরনের মাজরা পোকা ধানের ক্ষতি করে থাকে, যেমন:

- হলুদ মাজরা পোকা
- কালো মাথা মাজরা পোকা এবং
- গোলাপী মাজরা পোকা

এই পোকাগুলোর কীড়ার রঙ অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে। এদের আকৃতি ও জীবন বৃত্তান্তে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও ক্ষতির ধরন এবং দমন পদ্ধতি একই রকম। হলুদ মাজরা পোকা প্রধানত বেশী আক্রমণ করে বলে নিচে এই পোকার বিবরণ দেয়া হল :

চিত্র: পুরুষ মথ

স্ত্রী মথ

পূর্ণবয়স্ক হলুদ মাজরা পোকা এক ধরনের মথ। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকার পাখার উপরে দু'টো কালো ফোঁটা আছে। পুরুষ মথের পাখার মাঝখানের ফোঁটা দু'টো স্পষ্ট নয়। তবে পাখার পিছন দিকে ৭-৮ টা অস্পষ্ট ফোঁটা আছে।

## জীবন বৃত্তান্ত

হলুদ মাজরা পোকার স্ত্রী মথ ধান গাছের পাতার আগার দিকে গাদা করে ডিম পাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। কীড়ার রঙ সাদাটে হলুদ। কীড়াগুলো কা-ের ভিতরে প্রবেশ করে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহে পুত্তলিতে পরিণত হয়। তবে শীতকালে কীড়ার স্থিতিকাল ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। পুত্তলিগুলো এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পোকায় পরিণত হয় এবং কা-ের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে।

চিত্র:ডিম

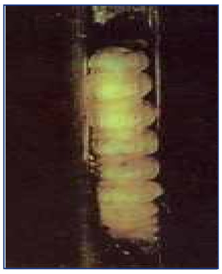

কীড়া

## ক্ষতি

মাজরা পোকার কীড়া ধান গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। সদ্য ফোটা কীড়াগুলো দু-চার দিন পাতার খোলের ভিতরের অংশ খাওয়ার পর ধান গাছের কা-ের ভিতর প্রবেশ করে। কা-ের ভিতরে থেকে খাওয়ার সময় এক পর্যায়ে মাঝ খানের ডিগ কেটে ফেলে। ফলে মরা ডিগের সৃষ্টি হয়। গাছের শীষ আসার আগে এরকম ক্ষতি হলে তাকে 'মরা ডিগ' বলে। আর গাছে থোর হওয়ার পর বা শীষ আসার সময় ডিগ কাটলে শিষ মারা যায় বলে একে মরা শীষ বলে। মরা শীষ-এর ধান চিটা হয় এবং শিষটা সাদা হয়ে যায়। বোরো, আউশ এবং আমন এই তিন মৌসুমেই এই পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

চিত্র: মরা ডিগ

চিত্র: সাদা শীষ

## দমন পদ্ধতি

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা
- ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে দিয়ে পোকা খেকো পাখির সাহায্যে পোকার সংখ্যা কমানো যায়
- সন্ধ্যার সময় আলোকফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা
- আমন ধান কাটার পর নাড়া চাষ বা পুড়িয়ে দিয়ে মাজরা পোকার ৮০% কীড়া ও পুত্তলি নষ্ট করা যায়
- সহনশীল ধানের জাত চাষ করা যেমন, বিআর১, বিআর১০, বিআর১১, বিআর২২
- উপযুক্ত উপায়ে দমন করা সম্ভব না হলে কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করতে হবে (প্রতি বর্গমিটারে ২-৩টি স্ত্রী মথ বা ডিমের গাদা, অথবা গাছ মাঝ কুশি অবস্থায় (রোপণের ৪০ দিন পর থেকে থোড় আসা পর্যন্ত ১০-১৫% মরা ডিগ অথবা ৫% মরা শিষ দেখা গেলে)। তবে ক্ষেতে পরজীবী পোকার সংখ্যা বেশী হলে কীটনাশক ব্যবহার না করলেও চলে।

পোকামাকড় ও মেরুদণ্ডী বালাই ব্যবস্থাপনা

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১
ই-মেইল ঃ brrihq@bdonline.com